তারিখ 28 JAN 2016

প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্ষতি করবে না মেট্রোরেল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মেট্রোরেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো স্থাপনার বা শিক্ষার পরিবেশের ক্ষতি করবে না বলে দাবি করেছেন প্রকল্প পরিচালক মোফাজ্জেল হোসেন। তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর দিয়ে মেট্রোরেল না গেলে বেশি আন্দোলন হতো। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সবার সঙ্গে আলোচনা করে মেট্রোরেলের পথ ঠিক করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার প্রবাসীকল্যাণ ভবনে ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা মেট্রোরেল প্রকল্পের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মোফাজ্জেল হোসেন এসব কথা বলেন। তিনি ছাড়াও অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন মেট্রোরেলের পরামর্শক নুরুল ইসলাম ও কাইহারা সান। পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) হারুন-অর-রশীদ ও ব্যবস্থাপক (আইন ও জনসংযোগ) মিজানুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন।

মেট্রোরেলের রুট নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাংশের বিরোধিতার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রাথমিকভাবে মেট্রোরেলের রুট শাহবাগ থেকে রোকেয়া হল, শহীদ মিনার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বুয়েট হয়ে সায়েদাবাদে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আপত্তির কারণেই ওই প্রস্তাব বাতিল করা হয়। ২০১১ সালের ৪ জুলাই উপাচার্যের সভাপতিত্বে যে বৈঠক হয় তাতে নতুন রুট ঠিক করা হয়। তিনি বলেন, দোয়েল চত্বরে স্টেশন হচ্ছে না। আণবিক শক্তি কমিশনের শুরু থেকে বাংলা একাডেমি পর্যন্ত স্টেশন হবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রকল্প পরিচালকের দাবি

মেট্রোরেল চালু হলে সৃষ্ট শব্দমাত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার, টিএসসি ও দোয়েল চত্বর এলাকার বর্তমান শব্দমাত্রার চেয়ে কম হবে

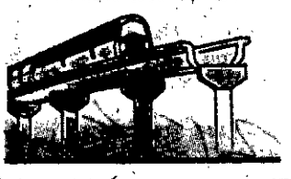

শাহবাগ থেকে মৎস্য ভবন এলাকা দিয়ে মেট্রোরেল গেলে সমস্যা কী জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ২০১০-১১ সালে পথ চূড়ান্ত করার সময় এই কথা উঠেছিল। এটি করতে হলে বারডেম হাসপাতাল ভাঙতে হবে। তখন কেউই সেটি মেনে নেননি। এখন সবকিছু চূড়ান্ত করার পর যদি আবার পাঁচ বছর আগের আলোচনাতেই ফিরতে হয়, তাহলে পুরো প্রকল্প বাধাগ্রস্ত হবে।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, মেট্রোরেল চালু হলে সৃষ্ট শব্দমাত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার, টিএসসি ও দোয়েল চত্বর এলাকার বর্তমান শব্দমাত্রার চেয়ে কম হবে। এরপরও মেট্রোরেলের কারণে যেন সমস্যা না হয় সে জন্য সংসদ ভবন ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শব্দ ও কম্পন প্রতিরোধ প্রযুক্তি থাকবে।

প্রকল্পের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নান্দনিকতা নষ্ট হবে কি না জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, নান্দনিকতা একেকজনের কাছে একেক রকম। মেট্রোরেলের স্টেশন হবে রাজু ভাস্কর্য থেকে বেশ দূরে। এতে ভাস্কর্যের ক্ষতি হবে না। ঢাকা গেট, তিন নেতার মাজার—এসব পুরোনো স্থাপনা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একটি পিলার থেকে আরেকটির দূরত্ব ১০০ ফুট বলে মঙ্গল শোভাযাত্রা বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সমস্যা হবে না।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, ঢাকার যানজট নিয়ন্ত্রণে মেট্রোরেলের বিকল্প নেই। মেট্রোরেলে প্রতি ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী যাওয়া-আসা করতে পারবে। মেট্রোরেল প্রকল্পের আটটির মধ্যে ছয়টি প্যাকেজের প্রাথমিক কাজ হয়ে গেছে। এগুলোর এখন দরপত্র হবে।